দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬

সর্ব্বেশ্বরত্বেন স্তূয়তে, ইতি তস্য শ্রেষ্ঠত্বং]; ছন্দসাং (ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং) [মধ্যে] অহং গায়ত্রী, [তথা] মাসানাং [মধ্যে] অহং মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণঃ); ঋতূনাং [মধ্যে] কুসুমাকরঃ (বসন্তঃ)॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—অহং ছলয়তাং (অন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং); [সম্বন্ধি] দ্যূতম্; [তথা] তেজস্বিনাং (প্রভাববতাং) তেজঃ (প্রভাবঃ) অস্মি, অহং [জেতৃণাং] জয়ঃ অস্মি; [উদ্যমবতাং] ব্যবসায়ঃ (উদ্যমঃ) অস্মি, সত্ত্ববতাং (সাত্ত্বিকানাং) সত্ত্বম্ [অস্মি]॥ ৩৬

অনুবাদ।—সাম-সমূহের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম [ইহা দ্বারা ইন্দ্র সর্ব্বেশ্বররূপে পূজিত হন], ছন্দঃ-সমূহের (ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রসমূহের) মধ্যে আমি গায়ত্রী। মাসসমূহের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ মাস) এবং ঋতুগণের মধ্যে আমি ঋতুরাজ বসন্ত॥ ৩৫

অনুবাদ।—আমি পরস্পর প্রবঞ্চকগণের দ্যূতরূপ ছল

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮

অন্বয়ঃ।—অহং বৃষ্ণীনাং (বৃষ্ণিবংশীয়ানাং) বাসুদেবঃ অস্মি; [তথা] পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ অস্মি; মুনীনামপি [মধ্যে] ব্যাসঃ [অস্মি]; কবীনাং (শাস্ত্রদর্শিনাং) [মধ্যে] উশনাঃ নাম কবিঃ (শুক্রঃ) অস্মি ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—অহং দময়তাং (দমনকর্ত্তৃণাং) [সম্বন্ধী] দণ্ডঃ অস্মি [যেন অসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি]; জিগীষতাং (জেতুমিচ্ছতাং) [সম্বন্ধিনী সামাদিরূপা] নীতিঃ অস্মি;

তেজস্বী পুরুষদিগের তেজঃ; বিজয়ী পুরুষদিগের জয়; ব্যবসায়িগণের ব্যবসায় এবং সত্ত্বযুক্তগণের সত্ত্ব ॥ ৩৬

অনুবাদ।—আমি বৃষ্ণি-বংশীয়গণের মধ্যে বাসুদেব; পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়; মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে শুক্র ॥ ৩৭

অনুবাদ।—আমি দমনকারিগণের সম্বন্ধে দণ্ড,

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০

গুহ্যানাং (গোপ্যানাং) [গোপনহেতুঃ] মৌনম্ এব চ অস্মি ; জ্ঞানবতাং (তত্ত্বজ্ঞানিনাং) জ্ঞানম্ অস্মি ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—হে অর্জ্জুন! যদপি চ সর্ব্বভূতানাং বীজং (প্ররোহকারণম্) তৎ অহম্ ; ময়া, বিনা যৎ স্যাৎ, (ভবেৎ) [তৎ] চরাচরং ভূতং ন অস্তি ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—হে পরন্তপ! মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্ অন্তঃ ন অস্তি ; এষ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপতঃ) প্রোক্তঃ (কথিতঃ) ॥ ৪০

জিগীষুগণের নীতি ; গুহ্যার্থ বিষয়ে [গোপনের হেতুভূত] মৌন এবং তত্ত্ব জ্ঞানিগণের জ্ঞান ॥ ৩৮

অনুবাদ।—যাহা সর্ব্বভূতের বীজ অর্থাৎ মূলকারণ, তাহাও আমি ; আমাভিন্ন থাকিতে পারে, এমন কিছুই জগতে চর বা অচর নাই ॥ ৩৯

অনুবাদ—আমার অলৌকিক বিভূতির সীমা নাই ;

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতি-যোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ।—বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্তং) শ্রীমৎ (সম্পত্তি-যুক্তম্) ঊর্জ্জিতং (কেনাপি প্রভাব-বলাদিনা গুণেন অতিশয়িতং) যৎ যৎ সত্ত্বং (বস্তুমাত্রং) [ভবেৎ] তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবং(তেজসঃ প্রভাবস্য অংশেন-সম্ভূতম্) অবগচ্ছ (জানীহি) ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—অথবা, হে ধনঞ্জয়! এতেন বহুনা জ্ঞাতেন

হে পরন্তপ এই বিভূতির বাহুল্য আমি তোমায় সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলাম ॥ ৪০

অনুবাদ।—যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীসংযুক্ত, প্রভাবশালী

(পৃথগ্জ্ঞাতেন) কিম্ ? অহম্ ইদং (পরিদৃশ্যমানং) কৃৎস্নং (সমগ্রং) জগৎ একাংশেন (একদেশমাত্রেণ) বিষ্টভ্য (ধৃত্বা) স্থিতঃ (অবতিষ্ঠে) ॥ ৪২

ও বলশালী বস্তুজাত থাকিতে পারে, তৎসমুদয় আমার শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে ॥ ৪১

অনুবাদ :—অথবা হে অর্জ্জুন ! এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ বহু জ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি ?—আমি একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি ॥ ৪২

ইতি বিভূতি-যোগ

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ। মদনুগ্রহায় (মম শোক-নিবৃত্তয়ে) পরমং (পরমাত্মনিষ্ঠং) গুহ্যম্ (গোপ্যম্) অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতং (আত্মানাত্মবিবেকবিষয়কং) যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং, তেন মম অয়ং মোহঃ (অহং হন্তা, এতে হন্যন্তে, ইত্যাদিলক্ষণঃ ভ্রমঃ) বিগতঃ (বিনষ্টঃ) ॥ ১

অন্বয়ঃ।—হে কমলপত্রাক্ষ! ত্বত্তঃ (ভবৎসকাশাৎ)

অনুবাদ।—অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি আমার শোক নিবৃত্তির জন্য অনুগ্রহ করিয়া যে পরম গুহ্য, আত্মা ও অনাত্মার সম্বন্ধীয় কথা উপদেশ দিলে, তাহা শুনিয়া আমার মোহ বিনষ্ট হইল ॥ ১

অনুবাদ।—হে কমললোচন, তোমার মুখে আমি

এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

ময়া ভূতানাং (নিখিল-প্রাণিজাতানাং) ভবাপ্যয়ৌ (সৃষ্টিপ্রলয়ৌ) বিস্তরশঃ (বিস্তরেণ) শ্রুতৌ, অব্যয়ং (অক্ষয়ং) মাহাত্ম্যমপি চ (মহিমানমপি) [শ্রুতম্] ॥ ২

অন্বয়ঃ।—হে পরমেশ্বর! যথা ত্বম্ আত্মানম্ আত্থ (ব্রবীষি) তৎ এবম্ (অত্রাপি অবিশ্বাসো মে নাস্তীত্যর্থঃ) [তথাপি] হে পুরুষোত্তম! [অহং] তব ঐশ্বরং (ঈশ্বর-সম্বন্ধি) রূপং [কৌতূহলাৎ] দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—হে প্রভো! যদি তৎ (দর্শয়িতব্যং রূপং)

ভূতগণের যে উৎপত্তি ও লয় হইয়া থাকে, তাহা এবং তোমার অব্যয় মাহাত্ম্যও সবিস্তার শ্রবণ করিলাম ॥ ২

অনুবাদ।—তুমি স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ, সমস্তই সত্য; তথাপি হে পুরুষোত্তম! [কৌতূহলবশে] আমি তোমার ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ.।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫

ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্যসে, ততঃ (তর্হি) হে যোগেশ্বর! (যোগিনামীশ্বর) ত্বং মে (মহ্যং) অব্যয়ম্ (নিত্যম্) আত্মানং (পরমাত্মানমিত্যর্থঃ) দর্শয়॥ ৪

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে পার্থ! মে (মম) নানাবিধানি নানাবর্ণাকৃতীনি (নানাবর্ণানি নানাকৃতীনি চ) চ দিব্যানি (অলৌকিকানি) শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য (অবলোকয়)॥ ৫

অনুবাদ।—হে প্রভু! আমাকে যদি তোমার সেই রূপ দর্শনে সমর্থ বলিয়া মনে কর; তবে হে যোগেশ্বর! আমাকে তোমার সেই অবিনাশী পরমাত্মরূপ দেখাও॥ ৪

অনুবাদ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! আমার নানাবিধ, নানাপ্রকার বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট, শত শত ও সহস্র সহস্র অলৌকিক রূপ দর্শন কর॥ ৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! [দ্বাদশ] আদিত্যান্ [অষ্ট] বসূন্ [একাদশ] রুদ্রান্ [দ্বৌ] অশ্বিনৌ তথা [উন-পঞ্চাশতং] মরুতঃ পশ্য (অবলোকয়); বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি (পূর্ব্বমদৃষ্টানি) আশ্চর্য্যাণি পশ্য ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—হে গুড়াকেশ! ইহ (অস্মিন্) মম দেহে অদ্য একস্থং [স্থাবরজঙ্গমাত্মকং] জগৎ অন্যচ্চ যৎ [কিমপি বস্তুজাতং] দ্রষ্টুমিচ্ছসি [তদপি] পশ্য ॥ ৭

অনুবাদ।—হে ভারত! আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ দেখ; এবং বহুবিধ অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য বস্তুসকল দর্শন কর ॥ ৬

অনুবাদ।—হে গুড়াকেশ! অধুনা আমার দেহে

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম ॥৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—তু (কিন্তু) অনেন স্বচক্ষুষা এব মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে; [অতঃ] তে (তুভ্যং) দিব্যং (অলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং) চক্ষুঃ দদামি, মে (মম) ঐশ্বরং (অসাধারণং) যোগং (অঘটনঘটনাসামর্থ্যং) পশ্য॥ ৮

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ—হে রাজন্, মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ

অবয়বরূপে অবস্থিত সমগ্র চরাচর এবং আরও যদি কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও দর্শন কর॥ ৭

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন! পরন্তু তুমি এই স্বীয় চক্ষু দ্বারা আমায় দেখিতে সমর্থ হইবে না! এজন্য আমি তোমাকে দিব্য জ্ঞানাত্মক চক্ষু দিতেছি, তুমি আমার অসামান্য অঘটনঘটনা-সামর্থ্য দর্শন কর॥ ৮

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১

এবম্ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় অনেকবক্ত্রনয়নম্ অনেকাদ্ভুতদর্শনম্, অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবম্ (দ্যোতনাত্মকম্) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্নং) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বতোমুখবিশিষ্টম্) পরমম্ ঐশ্বরং (ঈশ্বরসম্বন্ধীয়ং) রূপং দর্শয়ামাস॥ ৯-১০-১১

অনুবাদ।—সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাযোগেশ্বর হরি এই বলিয়া অর্জ্জুনকে অনেক মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট, অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তুবিশিষ্ট, অনেক দিব্য ভূষণে সমলঙ্কৃত বিবিধ দিব্যাস্ত্র সমন্বিত, দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্রধারী, দিব্য গন্ধ ও অনুলেপন-চর্চ্চিত, অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়, প্রকাশস্বরূপ অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বত্র মুখবিশিষ্ট—স্বকীয় ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন॥ ৯-১০-১১

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—দিবি (আকাশে) সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ (প্রভা) যদি যুগপৎ (একদৈব) উত্থিতা (সমুদিতা) ভবেৎ, সা (প্রভা) তস্য মহাত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) ভাসঃ (প্রভায়াঃ) সদৃশী (তুল্যা) স্যাৎ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—তদা পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) তত্র দেবদেবস্য (দেবানামপীশ্বরস্য) শরীরে অনেকধা (বহুধা) প্রবিভক্তং (নানাভাগেন অবস্থিতং) কৃৎস্নং (নিখিলং) জগৎ একস্থম্ (একত্র ব্যবস্থিতম্) অপশ্যৎ॥ ১৩

অনুবাদ।—যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যুগপৎ প্রকাশিত হয়, তবে তাহা সেই মহাত্মার তেজঃপ্রভার সদৃশ হইতে পারে॥ ১২

অনুবাদ।—তখন অর্জ্জুন দেবদেব ভগবানের বিশ্বরূপ শরীরে নানা ভাগে বিশেষরূপে বিভক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একত্র অবস্থিত দর্শন করিলেন॥ ১৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে,
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রাহ্মণমীশং কমলাসনস্থ,-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—ততঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্মিতঃ) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিতঃ) সঃ ধনঞ্জয়ঃ দেবং (বিশ্বরূপধরং) শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] অভাষত ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে দেব! তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ (জরায়ুজাদীনাং সমূহান্) দিব্যান্ ঋষীন্, সর্ব্বান্ উরগাংশ্চ (তক্ষকাদীন্) [তেষাং

অনুবাদ।—অনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়ান্বিত এবং রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া অবনতমস্তকে ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন ॥ ১৪

অনুবাদ।—অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দেব! তোমার দেহে

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং,
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং,
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ ১৬

দেবাদীনাম্] ঈশং (স্বামিনং) কমলাসনস্থং (পৃথিবী-পদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতম্) ব্রহ্মাণঞ্চ পশ্যামি॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! অনেক-বাহূদরবক্ত্রনেত্রম্ অনন্তরূপং (অনন্তদেহধরং) ত্বাং সর্ব্বতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) পশ্যামি; পুনঃ (কিন্তু) তব ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি॥ ১৬

দেবতাগণকে, জরায়ুজ ও অণ্ডজ প্রভৃতি ভূতগণকে, দিব্য ঋষিগণকে ও সর্পগণকে এবং [সেই দেবাদিরও] প্রভু কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি॥ ১৫

অনুবাদ।—হে বিশ্বরূপ, হে বিশ্বেশ্বর! অসংখ্য বাহু, উদর, মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট অনন্তরূপ তোমায় আমি সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছি; কিন্তু [অনন্তরূপ বলিয়া] তোমার অন্ত, মধ্য বা আদি দেখিতে পাইতেছি না॥ ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ,
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং,
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা,
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ, সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং (দ্রষ্টুমশক্যং) দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত-বহ্নিসূর্য্যসমদ্যুতিম্) অপ্রমেয়ং (ইয়ত্তয়া নিশ্চেতুমশক্যং) ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—ত্বম্ অক্ষরং পরমং (ব্রহ্ম), বেদিতব্যং

অনুবাদ।—কিরীটযুক্ত, গদাবিশিষ্ট, চক্রহস্ত, তেজঃপুঞ্জদেহ, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রচণ্ড অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং অপ্রমেয়-স্বরূপ [বিশ্বরূপধারী] তোমাকে আমি সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছি ॥ ১৭

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য,-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং,
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯

(মুমুক্ষুভিঃ জ্ঞাতব্যম্); ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ); [অতঃ] ত্বম্ অব্যয়ঃ (নিত্যঃ) শাশ্বত-ধর্ম্মগোপ্তা (নিত্যধর্ম্মপালকঃ) ত্বং সনাতনঃ (চিরন্তনঃ) পুরুষঃ মে (মম) মতঃ (সম্মতোঽসি)॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—অনাদি-মধ্যান্তম্ (উৎপত্তিস্থিতিলয়রহিতম্); অনন্তবীর্য্যম্ (অমিতপ্রভাবম্), অনন্তবাহুং (অসংখ্যভুজ-সমন্বিতম্) শশিসূর্য্যনেত্রং, তথা দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রদীপ্তাগ্নি

অনুবাদ।—তুমি পরম অক্ষর ও তুমিই মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় ও তুমি অব্যয়, এবং সনাতন ধর্ম্মের পালক; তুমি সনাতন এবং তুমিই পুরুষ—ইহা আমি অবগত আছি॥ ১৮

অনুবাদ—উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশ-বিহীন, অনন্ত বীর্য্যশালী, অনন্তবাহুসমন্বিত, চন্দ্র-সূর্য্যরূপ, নেত্রবিশিষ্ট,

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি,
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং,
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০

মুখং), স্বতেজসা (স্বপ্রভয়া) ইদং বিশ্বং (জগৎ) তপন্তং (সন্তাপয়ন্তং) ত্বাং পশ্যামি॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—হে মহাত্মন্! দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ (অন্তরীক্ষং) একেন (অদ্বিতীয়েন) ত্বয়া হি (নিশ্চিতং) ব্যাপ্তম্; তথা সর্ব্বাঃ দিশশ্চ [ব্যাপ্তাঃ]; তব অদ্ভুতম্ (অদৃষ্টপূর্ব্বম্) ইদম্ উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতম্ (অতীব ভীতং) [পশ্যামি]॥ ২০

প্রদীপ্ত হুতাশনরূপ মুখবিশিষ্ট এবং স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে সমুদয় বিশ্বের সন্তাপক—ঈদৃশ তোমায় আমি অবলোকন করিতেছি॥ ১৯

অনুবাদ।—হে মহাত্মন্। একমাত্র তুমি স্বর্গ ও পৃথিবী এতদুভয়ের মধ্যভাগ এবং দশদিক্ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছ; তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্র রূপ দর্শন করিয়া লোকত্রয় নিরতিশয় ভীত হইতেছে॥ ২০

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি,
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ,
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা,
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা,
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—অমী সুরসঙ্ঘাঃ (দেবাঃ) হি (নিশ্চয়ে) ত্বাং বিশন্তি (শরণং প্রবিশন্তি) [তেষু চ] কেচিৎ ভীতাঃ [দূরত এব] প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটাঃ) গৃণন্তি (প্রার্থয়ন্তে); মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ "স্বস্তি" ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ (উৎকৃষ্টাভিঃ) স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি॥ ২১

অন্বয়ঃ।—রুদ্রাদিত্যাঃ বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ বিশ্বে,

অনুবাদ।—এই দেবগণ তোমার শরণ লইতেছেন; কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছেন; এবং মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ "স্বস্তি" উচ্চারণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট স্তব সমূহে তোমার স্তব করিতেছেন॥ ২১

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং,
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং,
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥ ২৩

অশ্বিনৌ, মরুতশ্চ উষ্মপাশ্চ (পিতরশ্চ), গন্ধর্ব্বযক্ষাসুর-সিদ্ধসঙ্ঘাঃ, সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ [সন্তঃ] ত্বাং বীক্ষন্তে॥ ২২

অন্বয়ঃ।—হে মহাবাহো! তে (তব) বহুবক্ত্রনেত্রং, বহুবাহূরুপাদং, বহূদরং, বহুদংষ্ট্রাকরালং (বহুভির্দ্দংষ্ট্রাভির্দ্দশনৈঃ করালং ভয়ঙ্করং) মহৎ রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ (অতিভীতাঃ) অহং [অপি] তথা॥ ২৩

অনুবাদ।—রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, উষ্মপাগণ এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধসমূহ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন॥ ২২

অনুবাদ।—হে মহাবাহো! তোমার অসংখ্য মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট, বহু বাহু উরু ও পদবিশিষ্ট, এবং বহুসংখ্যক দন্তে বিকট, বিশাল আকার দর্শন করিয়া লোক সকল ভীত হইয়াছে, আমিও ভয় পাইয়াছি॥ ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং,
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা,
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪
দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি,
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম,
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—হে বিষ্ণো (বিশ্বব্যাপিন্) নভঃস্পৃশং (অন্তরীক্ষব্যাপিনং) দীপ্তম্ (তেজোময়ম্) অনেকবর্ণং, ব্যাত্তাননং (বিবৃতমুখং), দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা (অতিভীতচিত্তঃ) অহং ধৃতিং (ধৈর্য্যং) শমং (উপশমং) চ ন বিন্দামি (ন লভে) ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—হে দেবেশ! দংষ্ট্রা-করালানি কালানলসন্নি-

অনুবাদ।—হে বিষ্ণো! তোমার গগনস্পর্শী, প্রদীপ্ত, নানাবর্ণ, বিবৃতাস্য ও প্রদীপ্ত বিশালনেত্রবিশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনে আমি ধৈর্য্যও পাইতেছিনা—শান্তিও পাইতেছিনা ॥ ২৪

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ,
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ,
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি,
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু,
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

তানি (প্রলয়াগ্নিসদৃশানি) তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব [অহং] [ভয়াবেশেন] দিশঃ ন জানে, (দিঙমূঢ়োঽস্মি) শর্ম্ম (সুখং) চ ন লভে (প্রাপ্নোমি)। হে জগন্নিবাস (জগদাধার)! প্রসীদ (প্রসন্নো ভব) ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—অবনিপালসঙ্ঘৈঃ (রাজ-সমূহৈঃ) সহ অমী

অনুবাদ।—তোমার দংষ্ট্রাকরাল, প্রলয়াগ্নিসদৃশ মুখ-মণ্ডল দর্শনে আমি দিশাহারা হইতেছি; মনে সুখও পাইতেছি না। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥ ২৫

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ,
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা,
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥ ২৮

চ [তে] ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে এব পুত্রাঃ, তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, অসৌ সূতপুত্রঃ (কর্ণঃ) চ অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বরমাণাঃ (ধাবন্তঃ) [সন্তঃ]—তে (তব) দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রাণি (বদনানি) বিশন্তি ;—[তেষাং মধ্যে] কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ (শিরোভিঃ) [উপলক্ষিতাঃ] দশনান্তরেষু (দন্তসন্ধিষু) সংদৃশ্যন্তে ॥ ২৬-২৭

অন্বয়ঃ।—যথা [অনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং] নদীনাং বহবঃ

অনুবাদ।—সমুদয় রাজমণ্ডল-সহ ঐ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনাদি এবং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ইহারা সকলে অস্মৎপক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গ সহ তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভীষণ মুখমধ্যে মহাবেগে প্রবেশ করিতেছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ বিচূর্ণমস্তক হইয়া তোমার বিশাল দন্তের সন্ধিস্থলে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে দেখিতেছি ॥ ২৬-২৭

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা,
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ। ২৯

অম্বুবেগাঃ (বারিপ্রবাহাঃ) অভিমুখাঃ (সমুদ্রাভিমুখাঃ) [সন্তঃ] সমুদ্রমেব দ্রবন্তি (বিশন্তি), তথা অমী নরলোক-বীরাঃ অভিতঃ জলন্তি (সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমানানি) তব বক্ত্রাণি (মুখানি) বিশন্তি ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—যথা সমৃদ্ধবেগাঃ (প্রচণ্ডবেগশালিনঃ) পতঙ্গাঃ নাশায় (মরণায়) প্রদীপ্তং জ্বলনং (অগ্নিং) [বুদ্ধিপূর্ব্বকমেব] বিশন্তি, তথৈব সমৃদ্ধবেগাঃ লোকাঃ অপি নাশায় তব বক্ত্রাণি (মুখানি) বিশন্তি ॥ ২৯

অনুবাদ।—যেরূপ নানা মার্গে প্রবাহিত নদীসমূহের অসংখ্য প্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এই নরলোক-বীরগণ তোমার সর্ব্বতঃ জাজ্বল্যমান মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৮

অনুবাদ।—যেরূপ পতঙ্গগণ [বুদ্ধিপূর্ব্বকই] নিজ মরণ-

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-,
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং,
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—জ্বলদ্ভিঃ (জাজ্বল্যমানৈঃ) বদনৈঃ [এতান্ অশেষান্] লোকান্ গ্রসমানঃ সমন্তাৎ (সর্ব্বতঃ) লেলিহ্যসে (অতিশয়েন ভক্ষয়সি)। হে বিষ্ণো! তব ভাসঃ (দীপ্তয়ঃ) উগ্রাঃ (তীব্রাঃ) [সত্যঃ] তেজোভিঃ সমগ্রং জগৎ আপূর্য্য (ব্যাপ্য) প্রতপন্তি ॥ ৩০

জন্যই প্রচণ্ড বেগে প্রজ্বলিত বহ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ এই লোক সকল মরিবার জন্যই মহাবেগে তোমার মুখসমূহে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৯

অনুবাদ।—হে বিষ্ণো! তুমি জ্বলন্ত মুখসমূহদ্বারা এই অশেষ লোক গ্রাস করিয়া বারংবার ভক্ষণ করিতেছ; তোমার তীব্র প্রভাসমূহ স্বতেজে জগন্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া দগ্ধ করিতেছে ॥ ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো,
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং,
নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো,
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে,
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ। উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ [ইতি] মে (মহ্যম্) আখ্যাহি (ব্রূহি); নমঃ অস্তু, হে দেববর! প্রসীদ; আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি; হি (যতঃ) তব প্রবৃত্তিং (চেষ্টাং) ন প্রজানামি ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ!—লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ

অনুবাদ।—উগ্রমূর্ত্তি তুমি কে, আমাকে বল। হে দেববর! আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। তুমি আদিপুরুষ, তোমায় জানিতে ইচ্ছা করি। কেননা তোমার কার্য্য আমি অবগত নহি ॥ ৩১

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব,
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব,
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩

কালঃ অস্মি, লোকান্ সমাহর্ত্তুম্ (সংহর্ত্তুম্) ইহ প্রবৃত্তঃ (ব্যাপৃতঃ) [অস্মি]; ত্বাম্ ঋতেঽপি প্রত্যনীকেষু যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ সর্ব্বে [তে] ন ভবিষ্যন্তি॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—তস্মাৎ ত্বং [যুদ্ধায়] উত্তিষ্ঠ, যশো লভস্ব; শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব; ময়া এব এতে (তব শত্রবঃ) পূর্ব্বম্ এব নিহতাঃ (মারিতাঃ); হে সব্যসাচিন্! ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব॥ ৩৩

অনুবাদ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি লোকক্ষয়কারী ভীষণ কাল পুরুষ। লোকসমূহ সংহার করিবার জন্য ইহ-লোকে ব্যাপৃত রহিয়াছি; তুমি বধ না করিলেও, প্রতি-পক্ষীয় যোদ্ধাদিগের যাহারা বর্ত্তমান আছে, তাহাদের কেহই জীবিত থাকিবে না॥ ৩২

অনুবাদ।—অতএব, যুদ্ধার্থ উত্থিত হও; শত্রুবর্গকে

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ,
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা,
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—ময়া হতান্ দ্রোণং চ, ভীষ্মং চ, জয়দ্রথং চ, কর্ণং চ, তথা অন্যান্ (অপরান্ প্রতিপক্ষীয়ান্) যোধবীরান্ অপি ত্বং জহি (ঘাতয়) ; মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ভয়ং মা কার্ষীঃ) ।— রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (শত্রূন্) জেতাসি (অবশ্যমেব জেষ্যসি) [অতঃ] যুধ্যস্ব ॥ ৩৪

পরাভূত করিয়া যশোলাভ কর এবং সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। হে সব্যসাচিন্! আমি ইহাদিগকে পূর্ব্বেই বধ করিয়াছি , তুমি এক্ষণে নিমিত্তমাত্র হও ॥ ৩৩

অনুবাদ।—আমা কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীরগণকে এখন তুমি বধ কর ; ভীত হইও না ; যুদ্ধে শত্রুগণকে অবশ্যই পরাভূত করিতে পারিবে, অতএব যুদ্ধ কর ॥ ৩৪

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য,
কৃতাঞ্জলির্ব্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং,
সগদ্‌গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা,
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি,
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ—কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ (কম্পমানঃ) কিরীটী (অর্জ্জুনঃ) কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা (নমস্কৃত্য) ভীতভীতঃ (ভীতাদপি ভীতঃ সন্) প্রণম্য (অবনতঃ ভূত্বা) ভূয়ঃ এব (পুনরপি) সগদ্‌গদম্ (কণ্ঠকম্পনেন সহ যথা তথা) আহ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুন উবাচ—হে হৃষীকেশ! তব প্রকীর্ত্ত্যা

অনুবাদ।—সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন ভগবানের এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে, কাম্পিতকলেবরে, যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া প্রণাম-পূর্ব্বক গদ্‌গদবচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌মহাত্মন্‌,
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস,
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭

(মাহাত্ম্য-সংকীর্ত্তনেন) জগৎ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ, (অনুরাগমুপৈতি চ) [ইতি যৎ], রক্ষাংসি ভীতানি [সন্তি] দিশঃ [প্রতি] দ্রবন্তি (পলায়ন্তে) [ইতি যৎ], সর্ব্বে চ সিদ্ধসংঘাঃ (সিদ্ধসমূহাঃ) নমস্যন্তি চ [ইতি যৎ, এতচ্চ] স্থানে (যুক্তমেব) ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! (জগদাধার!) ব্রহ্মণঃ (হিরণ্যগর্ভস্য) অপি গরীয়সে (গুরুতরায়) আদিকর্ত্রে (ব্রহ্মণোঽপি জনকায়)

অনুবাদ।—অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে সমস্ত জগৎ যে নিরতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হয় এবং তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, রাক্ষসেরা যে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে, আর সিদ্ধগণ যে নমস্কার করেন, এ সমস্তই যুক্তিযুক্ত ॥ ৩৬

অনুবাদ।—হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্‌।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম,
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮

তে (তুভ্যং) কস্মাৎ ন নমেরন্‌ (ন নমস্কারং কুর্য্যুঃ) ;—সৎ (ব্যক্তং) অসৎ (অব্যক্তং) পরং (তাভ্যামপি পরং মূলকারণম্‌) যৎ অক্ষরং (ব্রহ্ম) তৎ ত্বম্‌ [এষ] ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—হে অনন্তরূপ ! ত্বম্‌ আদিদেবঃ (দেবানামপি আদিঃ) [যতঃ] পুরাণঃ (অনাদিঃ) পুরুষঃ ; [ত্বম্‌] অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (লয়স্থানম্‌)। [তথা] বেত্তা (জ্ঞাতা) বেদ্যং (জ্ঞাতব্যং), পরঞ্চ ধাম (বৈষ্ণবং পদম্‌) [অতএব] ত্বয়া বিশ্বং ততম্‌ (ব্যাপ্তম্‌) ॥ ৩৮

জগন্নিবাস ! তুমি ব্রহ্মারও গুরু এবং তাঁহারও জনক ; তোমাকে সকলে কেনই বা নমস্কার না করিবে ? তুমি সৎ (ব্যক্ত) ও অসৎ (অব্যক্ত) এবং তদুভয়ের অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম, তাহাও তুমি ॥ ৩৭

অনুবাদ।—হে অনন্তরূপ ! তুমি আদিদেব ; কারণ তুমিই পুরাণপুরুষ ; তুমিই বিশ্বের একমাত্র লয় স্থান ; তুমি

বায়ুর্যমোঽগ্নির্ব্বরুণঃ শশাঙ্কঃ,
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ,
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং,
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—ত্বং বায়ুঃ, যমঃ, অগ্নিঃ, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ, প্রজাপতিঃ প্রপিতামহশ্চ (সর্ব্বদেবাত্মক ইত্যর্থঃ) ; [অতঃ] তে (তুভ্যং) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্রশঃ) নমঃ অস্তু ; পুনশ্চ [সহস্রকৃত্বঃ নমঃ] ভূয়োঽপি [সহস্রকৃত্বঃ] নমঃ নমঃ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—হে সর্ব্ব (সর্ব্বাত্মন্), তে (তুভ্যং) পুরস্তাৎ

সর্ব্বজ্ঞ, তুমিই জ্ঞেয়বস্তু, তুমি পরম ধাম (বিষ্ণুপদ) এবং তুমিই বিশ্বব্যাপিয়া অবস্থিত আছ ॥ ৩৮

অনুবাদ।—তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্রমা, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ অর্থাৎ সকল দেবতাই তুমি; তোমাকে সহস্র সহস্র নমস্কার ; পুনরায় সহস্র সহস্র নমস্কার ; আবার সহস্র সহস্র নমস্কার ॥ ৩৯

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং,
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

(সম্মুখে) অথ (অনন্তরং) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎ) নমঃ, তে (তব) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বাসু দিক্ষু) এব নমঃ অস্তু , হে অনন্তবীর্য্য (অসীমসামর্থ্যশালিন্) অমিতবিক্রমঃ ত্বং সর্ব্বং (বিশ্বং) সমাপ্নোষি (অন্তর্ব্বহিশ্চ সম্যক্ ব্যাপ্নোষি), ততঃ [ত্বং] সর্ব্বঃ (সর্ব্বস্বরূপঃ) অসি (ভবসি) ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—তব মহিমানম্, ইদং (বিশ্বরূপং) চ অজানতা

অনুবাদ।—হে সর্ব্বাত্মন্ ! আমি তোমার সম্মুখভাগে, পৃষ্ঠভাগে এবং তোমার চতুঃপার্শ্বেই নমস্কার করি ; হে অনন্তবীর্য্য ! তুমি অমিত-বিক্রমশালী ; তুমিই এই পরিদৃশ্যমান সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ ; এই জন্যই তুমি সর্ব্বস্বরূপ ॥ ৪০

অনুবাদ।—তোমার এই বিশ্বরূপ ও মহিমা না জানিয়া

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি,
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং,
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন অপি বা "সখা" ইতি মত্বা, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা (সখে) ইতি প্রসভং (হঠাৎ তিরস্কারেণ) যৎ উক্তম্, হে অচ্যুত! বিহার-শয্যাসনভোজনেষু একঃ (কেবলঃ, সখীন্ বিনা রহসি স্থিতঃ) অথবা তৎসমক্ষং (তেষাং সখীনাং পুরতঃ) অপি অবহাসার্থং (পরিহাসার্থং) যৎ অসৎকৃতঃ (অবজ্ঞাতঃ) অসি, অহম্ অপ্রমেয়ং (অচিন্ত্য প্রভাবং) ত্বাং তৎ ক্ষাময়ে (ক্ষমাং কারয়ামি) ॥ ৪১-৪২

আমি, অজ্ঞতা বা প্রণয়বশতঃ "হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে!" এইরূপ যাহা কিছু রহস্যভাবে বলিয়াছি, হে অচ্যুত! তোমার প্রভাব চিন্তারও অতীত; আমি বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনকালে একান্তে বা বন্ধুগণ-সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে তোমায় যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছি, তজ্জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪১-৪২

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য,
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো,
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং,
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্‌।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ,
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্‌ ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—হে অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বম্‌ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা (জনকঃ) অসি ; [অতঃ] পূজ্যশ্চ, গুরুশ্চ (আচার্য্যশ্চ), গরীয়াংশ্চ (গুরোরপি গুরুতরশ্চ) অসি ; [অতএব] লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসমঃ ন অস্তি ; অন্যঃ অভ্যধিকঃ কুতঃ [স্যাৎ] ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—হে দেব! তস্মাৎ অহং কায়ং প্রণিধায়

অনুবাদ।—হে অপ্রতিম-প্রভাব-শালিন্‌! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা ; সুতরাং তুমি পূজ্য ; গুরু ও গুরু হইতেও গুরুতর ; ত্রিলোকে তোমার তুল্য কেহ নাই ; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে থাকিতে পারে ? ॥ ৪৩

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা,
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং,
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ৪৫

(দণ্ডবৎ নিপাত্য); প্রণম্য (নত্বা) ঈড্যম্ (স্তুত্যম্) ঈশং ত্বাং প্রসাদয়ে ; পুত্রস্য [অপরাধং] পিতা ইব, সখ্যুঃ [অপরাধং] সখা ইব, প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়তমায়াঃ পত্ন্যাঃ) [অপরাধং] প্রিয়ঃ (পতিঃ) [ইব] সোঢ়ুম্ অর্হসি॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—হে দেব ! অদৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বমদৃষ্টং) [তব রূপং] দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) হৃষিতঃ (রোমাঞ্চিতঃ) অস্মি,[তথা] ভয়েন চ মে (মম) মনঃ প্রব্যথিতম্ (বিচলিতম্) ; [অতএব] তৎ (ময়া

অনুবাদ।—হে দেব, এইজন্য আমি দণ্ডবৎ প্রণিপাত পূর্ব্বক জগতের আরাধ্য তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, মিত্র যেমন মিত্রের এবং পতি যেমন প্রিয়তমা পত্নীর অপরাধ [প্রিয়সাধনার্থ] ক্ষমা করেন, সেইরূপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৪৪

অনুবাদ।—হে দেব! তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন,
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬

দৃষ্টপূর্ব্বম্) রূপম্ এব মে (মহ্যং) দর্শয়, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসীদ ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—অহং [যথা পূর্ব্বং দৃষ্টবান্) তথা এব ত্বাং কিরীটিনং, (কিরীটবন্তং) গদিনং (গদাবন্তং) চক্রহস্তং (চক্রিণং) দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। হে সহস্রবাহো; হে বিশ্বমূর্ত্তে! [ইদং ভয়াবহং রূপম্ উপসংহৃত্য] তেনৈব (সৌম্যেন) চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব (আবির্ভব) ॥ ৪৬

দর্শনে আমি হর্ষে রোমাঞ্চিত হইতেছি বটে; কিন্তু ভয়ে আমার মন ব্যাকুল হইতেছে; অতএব হে জগন্নিবাস দেবেশ! প্রসন্ন হও; তোমার সেই পূর্ব্বের সৌম্য রূপ আমায় দেখাও ॥ ৪৫

অনুবাদ।—আমি তোমায় পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছি, সেইরূপ কিরীটযুক্ত গদাবিশিষ্ট ও চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং,
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং,
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—হে অর্জ্জুন! প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ (আত্মনো যোগমায়াসামর্থ্যাৎ) ইদং তেজোময়ং বিশ্বম্ (বিশ্বাত্মকম্) অনন্তম্, আদ্যঞ্চ মে পরং (উত্তমং) রূপং তব দর্শিতম্; যৎ (মম রূপং) ত্বদন্যেন (ত্বৎসদৃশাৎ ভক্তাদন্যেন) ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ (ন কদাপি কেনাপি দৃষ্টম্)॥ ৪৭

করি। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! এক্ষণে সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও॥ ৪৬

অনুবাদ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া যোগমায়া প্রভাবে এই তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অনন্ত আদ্যরূপ তোমায় দেখাইলাম; আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন (তোমার ন্যায় ভক্ত ব্যতিরেকে) আর কেহ এ পর্য্যন্ত দর্শন করে নাই॥ ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈ র্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে,
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥ ৪৮
মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো,
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং,
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—হে কুরুপ্রবীর! ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চ অধ্যয়নৈঃ) নচ দানৈঃ নচ ক্রিয়াভিঃ (অগ্নিহোত্রাদিভিঃ) নচ উগ্রৈঃ তপোভিঃ (চান্দ্রায়ণাদিভিঃ) এবংরূপঃ অহং ত্বদন্যেন (ত্বত্তঃ অপরেণ কেনচিৎ) নৃলোকে (মনুষ্যলোকে) দ্রষ্টুং শক্যঃ॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—ঈদৃক্ ঘোরং মম রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মা

অনুবাদ।—হে কুরুপ্রবীর! মনুষ্য লোকে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া কিংবা চান্দ্রায়ণাদি উৎকট তপস্যা করিয়াও তুমি ভিন্ন কেহই আমারে এইরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই॥ ৪৮

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা,
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং,
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা॥ ৫০

[অস্তু], বিমূঢ়ভাবশ্চ মা [অস্তু], ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়ঃ), প্রীতমনাশ্চ [সন্] ত্বং মে (মম) ইদং তদেব রূপং পুনঃ প্রপশ্য (সম্যক্ পশ্য) ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—সঞ্জয়ঃ উবাচ—বাসুদেবঃ অর্জ্জুনম্ ইতি উক্ত্বা ভূয়ঃ তথা (কিরীটাদিযুক্তং) স্বকং (স্বীয়ং) [চতুর্ভুজং] রূপং দর্শয়ামাস ; পুনঃ সৌম্যবপুঃ ভূত্বা মহাত্মা (বিশ্বরূপঃ) ভীতম এনম্ (অর্জ্জুনম্) আশ্বাসয়ামাসচ ॥ ৫০

অনুবাদ।—হে অর্জ্জুন! তুমি আমার এই ঘোররূপ দর্শনে ভীত অথবা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইও না। তুমি নির্ভীক ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া আমার এই সেই পূর্ব্ব-রূপ দর্শন কর॥ ৪৯

অনুবাদ।—সঞ্জয় কহিলেন, বাসুদেব অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় স্বীয় চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলেন এবং সৌম্য-

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ—হে জনার্দ্দন! তব ইদং সৌম্যং (প্রশান্তং) মানুষং রূপ দৃষ্ট্বা, ইদানীম্ (অধুনা) অহং সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্তঃ) সংবৃত্তঃ (জাতঃ) অস্মি; প্রকৃতিং (স্বাস্থ্যং) চ গতঃ (প্রাপ্তঃ অস্মি) ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—মম ইদং সুদুর্দ্দর্শং যৎ রূপং

শরীরধারী হইয়া বিশ্বরূপধারী মহাত্মা (বাসুদেব) ভীতি-বিহ্বল অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন ॥ ৫০

অনুবাদ।—অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য (প্রশান্ত) মানুষ-রূপ দর্শনে অধুনা আমি প্রসন্ন-চিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ ৫১

অনুবাদ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন, তুমি আমার যে রূপ

মাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ৫৪

দৃষ্টবান্ অসি, দেবা অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনমিচ্ছন্তি; পরন্তু দ্রষ্টুং ন শক্নুবন্তি)॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—মাং যথা দৃষ্টবান্ অসি, ন বেদৈঃ, ন তপসা, ন দানেন, নচ ইজ্যয়া (যজ্ঞেন) এবংবিধঃ (বিশ্বরূপধরঃ) অহং [কেনাপি] দ্রষ্টুং শক্যঃ॥ ৫৩

অন্বয়ঃ।—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যয়া (মদেকনিষ্ঠয়া) ভক্ত্যা তু এবংবিধঃ (ঈদৃশঃ) অহং তত্ত্বেন (পরমার্থতঃ) জ্ঞাতুং (অবগন্তুং), [শাস্ত্রতঃ] দ্রষ্টুং (অবলোকয়িতুং), [প্রত্যক্ষতঃ] প্রবেষ্টুং চ শক্যঃ॥ ৫৪

দর্শন করিলে, ইহা নিতান্ত দুর্ল্লভদর্শন; দেবগণও সদা এই রূপ দর্শনের অভিলাষী॥ ৫২

অনুবাদ।—তুমি আমায় যে রূপ দেখিলে, উহা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান অথবা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ দ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায় না॥ ৫৩

অনুবাদ।—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অনন্যভক্তি দ্বারাই

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে বিশ্বরূপদর্শন-
যোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ!

অন্বয়ঃ।—হে পাণ্ডব! যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ (মদর্থং কর্ম্মানুষ্ঠানকারী), মৎপরমঃ (অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ), মদ্ভক্তঃ, [পুত্রাদিষু] সঙ্গবর্জ্জিতঃ, সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরশ্চ সঃ মাম্ এতি (প্রাপ্নোতি)॥ ৫৫

ঈদৃশরূপধারী আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে, [শাস্ত্রতঃ] পর্য্যবেক্ষণ করিতে এবং [প্রত্যক্ষতঃ] প্রবিষ্ট হইতে, সমর্থ হয়॥ ৫৪

অনুবাদ।—হে পাণ্ডব! যিনি আমারই জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, যিনি মৎপরায়ণ, মদ্ভক্ত, সর্ব্বসংসর্গবর্জ্জিত এবং সর্ব্বভূতে দ্বেষহীন, তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন ৫৫

ইতি বিশ্বরূপদর্শন যোগ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ।—এবং (সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা) সততযুক্তাঃ (ত্বন্নিষ্ঠাঃ) [সন্তঃ] যে ভক্তাঃ [বিশ্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিঞ্চ] ত্বাং পর্য্যুপাসতে (ধ্যায়ন্তি), যে চাপি অব্যক্তম্ (নির্ব্বিশেষম্) অক্ষরং (ব্রহ্ম) [পর্য্যুপাসতে] তেষাং [উভয়েষাং মধ্যে] কে (কীদৃশা ভক্তাঃ) যোগবিত্তমাঃ (যোগবিদঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ) ॥১

অনুবাদ।—অর্জ্জুন কহিলেন, এইরূপে সর্ব্বদা তোমাতে আসক্তচিত্ত যে সকল ভক্ত বিশ্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তোমার উপাসনা করেন, আর যাঁহারা নিরাকার অক্ষর ব্রহ্মের আরাধনা করেন, এতদুভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ ? ১

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—ময়ি (পরমেশ্বরে) মনঃ আবেশ্য (একাগ্রং কৃত্বা) নিত্যযুক্তাঃ (মদর্থং কর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ) [সন্তঃ] পরয়া (শ্রেষ্ঠয়া) শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (যুক্তাঃ) যে [ভক্তাঃ] মাম্ উপাসতে, তে যুক্ততমাঃ (অতিশয়েন যোগবিদঃ) মে (মম) মতাঃ (অভিমতাঃ ॥২

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ যে তু ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য

অনুবাদ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন (যাহারা) আমাতে মন নিবেশিত করিয়া সর্ব্বদা মৎপরায়ণ হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার সগুণ স্বরূপের আরাধনা করেন, তাঁহারাই আমার অভিমত এবং যুক্ততম ॥ ২

অনুবাদ।—সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি যে সকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাম

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫

অনির্দ্দেশ্যম্ (শব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্যম্), অব্যক্তং (রূপাদিহীনং) সর্ব্বত্রগম্ (সর্ব্বব্যাপি) অচিন্ত্যং, কূটস্থম্ (কূটে মায়াপ্রপঞ্চে অবস্থিতম্), অচলং (স্পন্দনরহিতং) [অতএব] ধ্রুবম্ (নিত্যম্), অক্ষরম্ (অবিনাশি ব্রহ্ম) পর্য্যুপাসতে (ধ্যায়ন্তি) সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ তে মামেব প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩-৪

অন্বয়ঃ।—তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ (অব্যক্তে নির্ব্বিশেষে অক্ষরে আসক্তং চেতঃ যেষাম্) অধিকতরঃ ক্লেশঃ [ভবতি] ; হি (যতঃ) অব্যক্তা গতিঃ (নিষ্ঠা) দেহবদ্ভিঃ দুঃখং [যথা স্যাৎ তথা] অবাপ্যতে ॥ ৫

নিরোধ করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, নিত্য—এতাদৃশ পরব্রহ্মস্বরূপ আমার উপাসনা করেন, সর্ব্বভূতের হিতসাধক সেই সকল ব্যক্তি আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩-৪

অনুবাদ।—নির্গুণ-ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে ; যেহেতু দেহিগণ নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা নিরতিশয় ক্লেশে লাভ করিয়া থাকে ॥ ৫

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত-চেতসাম্ ॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য (সমর্প্য) মৎপরাঃ [ভূত্বা] অনন্যেন এব যোগেন (ভক্তিযোগেন) মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে, হে পার্থ! অহং ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাৎ) ন চিরাৎ (শীঘ্রমেব) সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি ॥ ৬-৭

অন্বয়ঃ।—ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব (স্থিরীকুরু), ময়ি

অনুবাদ।—যাঁহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগ সহকারে আমার ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন, আমি মদর্পিতচিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুযুক্ত সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করি ॥ ৬-৭

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০

বুদ্ধিং নিবেশয় [এবং কুর্ব্বন্] অতঃ ঊর্দ্ধং (দেহান্তে) ময়ি এব নিবসিষ্যসি; সংশয়ঃ ন ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—হে ধনঞ্জয়! অথ (যদি) ময়ি (ঈশ্বরে) চিত্তং স্থিরং [যথা স্যাৎ তথা] সমাধাতুং (সম্যক্ স্থিরীকর্ত্তুং) ন শক্নোষি, ততঃ অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুম্ (প্রাপ্তুম্) ইচ্ছ (যতস্ব) ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—[যদি পুনঃ] অভ্যাসেঽপি অসমর্থঃ অসি

অনুবাদ।—আমাতেই মনকে স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই অবস্থান করিবে ; ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৮

অনুবাদ।—হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত সমাহিত করিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর ॥৯

অনুবাদ।—যদি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তবে

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥ ১২

[তর্হি] মৎকর্ম্মপরমঃ ভব, মদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি সিদ্ধিম্ (মোক্ষম্) অবাপ্স্যসি॥ ১০

অন্বয়ঃ।—অথ (যদি) এতৎ অপি কর্ত্তুম্ অশক্তঃ (অসমর্থঃ) অসি, ততঃ (তর্হি) মদ্‌যোগম্ (মদেকশরণত্বম্) আশ্রিতঃ (আশ্রিতবান্) [সন্], যতাত্মবান্ (সংযতচিত্তঃ) [ভূত্বা] সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু॥ ১১

অন্বয়ঃ।—[সম্যক্ জ্ঞানরহিতাৎ] অভ্যাসাৎ জ্ঞানং

মৎপ্রীতিসাধনার্থ কর্ম্মপরায়ণ হও। আমার প্রীতিসাধনার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও তুমি সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে॥ ১০

অনুবাদ।—যদি ইহাতেও অসমর্থ হও, তবে আমার শরণাপন্ন ও সংযতাত্মা হইয়া সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগ কর॥ ১১

অনুবাদ।—অভ্যাসযোগ অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্‌ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪

শ্রেয়ঃ, জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে ; ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ [শ্রেষ্ঠঃ], ত্যাগাৎ [কর্ম্মফলাসক্তিনিবৃত্ত্যা] অনন্তরং শান্তিঃ (সংসারোপশমঃ) [ভবতি ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণঃ এব চ নির্ম্মমঃ (মমেতি প্রত্যয়হীনঃ) নিরহঙ্কারঃ, [অন্যেন সহ] সমদুঃখসুখঃ, ক্ষমী (ক্ষমাশীলঃ) ; সততং (লাভেঽলাভেচ) সন্তুষ্টঃ (সদা প্রসন্নচিত্তঃ), যোগী (অপ্রমত্তঃ), যতাত্মা (সংযতস্বভাবঃ) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ, ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ [ঈদৃশঃ] যঃ মদ্‌ভক্তঃ, সঃ মে (মম) প্রিয়ঃ ॥ ১৩-১৪

অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ ও ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ ; এই কর্ম্মফল ত্যাগের পর [আসক্তি নিবৃত্তি হওয়ায়] শান্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১২

অনুবাদ।—সর্ব্বভূতে যথাক্রমে যাঁহার [উত্তমে]

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ।—যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্বিজতে (ভয়শঙ্কয়া সংক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি), যশ্চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে, হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষঃ স্বস্য ইষ্টলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরস্য লাভে অসহনঃ, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগঃ ভয়াদিনিমিত্ত-চিত্তক্ষোভঃ এতৈঃ) মুক্তঃ সঃ মে (মম) প্রিয়ঃ ॥ ১৫

অদ্বেষদৃষ্টি, [সমানে] মৈত্রীভাব ও [অধমে] করুণা আছে এবং যিনি মমত্বহীন ও নিরহঙ্কার, অন্যের সুখ-দুঃখে যিনি তুল্যসুখী বা তুল্যদুঃখী ; যিনি ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয় এবং আমাতে মনোবুদ্ধি অর্পণকারী—ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ১৩-১৪

অনুবাদ।—যাহা হইতে লোকে ভয়ে ক্ষুব্ধ হয় না ও যিনি অন্য হইতে সংক্ষোভ প্রাপ্ত হন না, যিনি হর্ষ অর্থাৎ স্বীয় ইষ্টলাভে উৎসাহ, অমর্ষ অর্থাৎ অন্যের লাভে অসহিষ্ণুতা এবং ভয় ও উদ্বেগ জন্য চিত্তক্ষোভ এইগুলি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥ ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥১৭

অন্বয়ঃ।—অনপেক্ষঃ (যদৃচ্ছয়া উপস্থিতেঽপি অর্থে নিস্পৃহঃ) শুচিঃ (বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ) দক্ষঃ (অনলসঃ) উদাসীনঃ (পক্ষপাতশূন্যঃ) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী [এবংবিধঃ] যঃ মদ্ভক্তঃ স মে (মম) প্রিয়ঃ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—যঃ [প্রিয়ং প্রাপ্য] ন হৃষ্যতি, [অপ্রিয়ং প্রাপ্য] ন দ্বেষ্টি; [ইষ্টনাশে] ন শোচতি; [অপ্রাপ্তং] ন কাঙ্ক্ষতি (অভিলষতি), শুভাশুভপরিত্যাগী (পুণ্যপাপত্যাগী) যঃ ভক্তিমান্, স মে (মম) প্রিয়ঃ॥ ১৭

অনুবাদ।—যিনি নিরপেক্ষ (যদৃচ্ছালব্ধ অর্থেও নিস্পৃহ) শুচি, দক্ষ, উদাসীন (পক্ষপাতশূন্য) ব্যথা-বর্জ্জিত ও সর্ব্ববিধ উদ্যম-পরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রিয়॥ ১৬

অনুবাদ।—যিনি প্রিয়বস্তু লাভে হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তুতেও বিদ্বেষ করেন না, যিনি ইষ্টনাশে শোক করেন না,

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥১৯

অন্বয়ঃ।—শত্রৌ মিত্রে চ, তথা মানাপমানয়োঃ সমঃ (একরূপঃ হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু [সমঃ] সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ (ক্বচিদপি অনাসক্তঃ); তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ, মৌনী (সংযতবাক্), যেন কেনচিৎ (যথাপ্রাপ্তেন অর্থেন) সন্তুষ্টঃ, অনিকেতঃ (নিয়তবাস-শূন্যঃ) স্থিরমতিঃ (ব্যবস্থিত-চিত্তঃ) [ঈদৃশঃ] ভক্তিমান্ নরঃ মে (মম) প্রিয়ঃ ॥ ১৮-১৯

অপ্রাপ্ত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং পুণ্য ও পাপ ত্যাগ করিয়াছেন, এতাদৃশ ভক্তিমান্ পুরুষ আমার প্রিয় ॥ ১৭

অনুবাদ।—যাঁহার শত্রু ও মিত্রে তুল্যদৃষ্টি, মান ও অপমানে সমজ্ঞান, শীত, উষ্ণ ও সুখদুঃখে তুল্যবোধ এবং যিনি আসক্তিহীন, এবং নিন্দা ও স্তুতি যাঁহার সমান, যিনি মৌনী, যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান যাঁহার নাই, এবং স্থিরমতি, ও ভক্তিমান্—ঈদৃশ ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥ ১৮-১৯

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ভক্তি-যোগো
নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ।—যে তু যথোক্তম্ (উক্তপ্রকারম্) ইদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে (অনুতিষ্ঠন্তি), শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ), মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণাঃ) তে ভক্তাঃ (মদ্ভক্তাঃ) মে (মম) অতীব প্রিয়াঃ ॥ ২০

অনুবাদ।—যাঁহারা শ্রদ্ধাসমন্বিত ও মৎপরায়ণ হইয়া মৎকথিত অমৃতত্বসাধক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয় ॥ ২০

ইতি ভক্তিযোগ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

[প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব॥]

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥১

অন্বয়ঃ।—অর্জ্জুনঃ উবাচ।—হে কেশব! প্রকৃতিং পুরুষং চ এব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চ এব, জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ এব—এতৎ বেদিতুম্ ইচ্ছামি॥ শ্রীভগবান্ উবাচ—হে কৌন্তেয়! ইদং (ভোগায়তনং) শরীরং [সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ] "ক্ষেত্রম্" ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে); যঃ এতদ্বেত্তি (অহং মম ইতি মন্যতে), তদ্বিদঃ (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিবেকজ্ঞাঃ) [কৃষীবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ] "ক্ষেত্রজ্ঞ" ইতি প্রাহুঃ॥ ১

অনুবাদ।—অর্জ্জুন কহিলেন।—হে কেশব! প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় জানিতে ইচ্ছা করি। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে কৌন্তেয়! এই দেহকে "ক্ষেত্র"

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ২
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্‌বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি [অনুগতং] মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং (সংসারিণং জীবং) বিদ্ধি ; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ [বৈলক্ষণ্যেন] জ্ঞানং, তৎ [মোক্ষহেতুত্বাৎ] জ্ঞানং [ইতি] মম মতম্ (অভিমতম্) ॥ ২

অন্বয়ঃ।—তৎ ক্ষেত্রং [স্বরূপতঃ] যৎ, যাদৃক্‌চ (ইচ্ছাদি-ধর্ম্মকম্), যদ্বিকারি (যৈঃ ইন্দ্রিয়াদিবিকারৈঃ যুক্তং),

---

বলা যায় ; যিনি ইহাকে জানেন ; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেকিগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন ॥ ১

অনুবাদ।—হে ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—এতদুভয়ের পৃথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞানই (মোক্ষ সাধক বলিয়া) আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান বলিয়া জানিবে ॥ ২

অনুবাদ।—সেই ক্ষেত্র (দেহ) [স্বরূপতঃ] যাহা,

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪

যতশ্চ (প্রকৃতি-পুরুষসংযোগাৎ) [ভবতি], যচ্চ (যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈঃ ভিন্নং,) স চ (ক্ষেত্রজ্ঞঃ) [স্বরূপতঃ] যঃ যৎপ্রভাবঃ (অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নঃ) তৎ [সর্ব্বমেব] সমাসেন (সংক্ষেপতঃ) মে (মৎসকাশাৎ) শৃণু (অবগচ্ছ) ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—[যৎ] ঋষিভিঃ (বশিষ্ঠাদিভিঃ) বহুধা গীতং (নিরূপিতং), ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চ (বহুধা গীতম্) ; হেতুমদ্ভিঃ

যাদৃশ (ইচ্ছাদি ধর্ম্মী) ; যদ্‌বিকারি অর্থাৎ যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত, যাহা হইতে অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ সংযোগ হইতে জাত এবং যাহা অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাদিভেদে যেরূপ বিভিন্ন-রূপে প্রতীয়মান এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ যাহা এবং যেরূপ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগে প্রভাবশালী, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৩

অনুবাদ।—যাহা বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ নানা প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ ব্রহ্মনিরূপক শ্রুতিবাক্য এবং ব্রহ্মপদ অর্থাৎ যদ্দ্বারা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জ্ঞাত হওয়া যায়

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬

বিনিশ্চিতৈঃ (অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈঃ) বিবিধৈঃ (বিচিত্রৈঃ নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্মাদিবিষয়ৈঃ) ছন্দোভিঃ (বেদৈঃ) পৃথক্ (নানাপূজনীয়দেবতারূপেণ) [বহুধা গীতং], [তৎ সর্ব্বমেব সংক্ষেপতঃ তুভ্যং কথয়িষ্যামি] ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—মহাভূতানি (ভূম্যাদীনি পঞ্চ), [তৎকারণ-ভূতঃ] অহঙ্কারঃ, বুদ্ধিঃ, অব্যক্তং (মূলপ্রকৃতিঃ) এব,

---

ইত্যাদি স্বরূপ-লক্ষণ-বিষয়ক শ্রুতিবাক্য দ্বারা তাঁহারা যাহা নানা রূপে নির্ণয় করিয়াছেন, এবং যুক্তিযুক্ত ও অসন্দিগ্ধ অর্থের প্রতিপাদক বিবিধ নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম বিষয়ক বেদবাক্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ রূপে [নানা পূজনীয় দেবতারূপে] নিরূপণ করিয়াছেন [নিতান্ত দুর্গ্রহ হইলেও] তৎসমুদয় সংক্ষেপে বলিতেছি] ॥ ৪

অনুবাদ।—পঞ্চ মহাভূত, (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ,

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৭

ইন্দ্রিয়াণি দশ, একং (মনঃ) চ, ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ (তন্মাত্ররূপা এব শব্দাদয়ঃ; তদেবং চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বানি উক্তানি) ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং সংঘাতঃ (শরীরং), চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ), ধৃতিঃ (ধৈর্য্যং), এতৎ সবিকারং (ইন্দ্রিয়াদিবিকারসংহিতং) ক্ষেত্রং সমাসেন (সংক্ষেপতঃ) উদাহৃতম্ (কথিতম্) [ইতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ] ॥ ৫।৬

অন্বয়ঃ।—অমানিত্বম্ (স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্) অদম্ভিত্বম্ (দম্ভরাহিত্যম্) অহিংসা (পরপীড়াবর্জ্জনং) ক্ষান্তিঃ

মরুৎ ব্যোম) [তাহাদের কারণস্বরূপ] অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, (মূল প্রকৃতি), শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, মনঃ, শ্রোত্রাদির পঞ্চ বিষয়, (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব)। ইচ্ছা, দ্বেষঃ সুখ, দুঃখ, সংঘাত (দেহ), চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি) ও ধৃতি—এই সকল ইন্দ্রিয়াদি বিকারের সহিত ক্ষেত্র সংক্ষেপে কহিলাম ॥ ৫।৬

অনুবাদ।—আত্মশ্লাঘাহীনতা, অদাম্ভিকতা, অহিংসা,

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯

(সহিষ্ণুতা), আর্জ্জবম্ (অবক্রতা) আচার্য্যোপাসনং (সদ্‌গুরুসেবনং) [বাহ্যম্ আভ্যন্তরঞ্চ] শৌচং, (শুচিতা), স্থৈর্য্যং (সন্মার্গপ্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠা), আত্মবিনিগ্রহঃ (শরীরসংযমঃ); ইন্দ্রিয়ার্থেষু (বিষয়াদিষু) বৈরাগ্যম্, অনহঙ্কার এব চ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্ (জন্মাদিষু দুঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃ পুন-রালোচনম্) পুত্রদার-গৃহাদিষু অসক্তিঃ (প্রীতিত্যাগঃ), অনভিষ্বঙ্গশ্চ (পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে বা অহমেব সুখী দুঃখী বা ইতি অধ্যাসাতিরেকাভাবঃ) ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু (ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিষু) নিত্যত্বং সমচিত্তত্বং (হর্ষবিষাদশূন্যতা); ময়ি চ অনন্য-যোগেন (সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা) অব্যভিচারিণী (একান্তা) ভক্তিঃ,

---

ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, সর্ব্ববিধ শৌচ, সৎকার্য্যে দৃঢ়তা এবং আত্মনিগ্রহ; বিষয়বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা এবং জন্ম,

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥ ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১

বিবিক্তদেশসেবিত্বং (নির্জ্জনস্থানসেবনং) জনসংসদি (প্রাকৃতানাং জনানাং সভায়াম্) অরতিঃ (রত্যভাবঃ) ; অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্ (আত্মানম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তং জ্ঞানম্ অধ্যাত্মং, তস্মিন্ আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানে নিত্যত্বং) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানস্য অর্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষঃ তস্য দর্শনং—মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টতালোচনমিত্যর্থঃ) এতৎ (অমানিত্বমিত্যাদি বিংশতিসংখ্যকং) জ্ঞানম্ ইতি প্রোক্তম্ ; যৎ অতঃ অন্যথা (অস্মাদ্‌বিপরীতং) তৎ অজ্ঞানম্ ॥ ৭-১১

মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিতে দুঃখ ও দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা; পুত্র, স্ত্রী, গৃহাদি পদার্থে অনাসক্তি, পুত্রাদির সুখদুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা, এবং ইষ্টানিষ্টলাভে সর্ব্বদা সমচিত্ততা ; আমাতে অনন্যযোগ অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি দ্বারা অব্যভিচারিণী ভক্তি, চিত্তপ্রসাদকর নির্জ্জন

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥ ১২
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি); যৎ (জ্ঞেয়ং বস্তু) জ্ঞাত্বা অমৃতম্ (মোক্ষম্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) তৎ অনাদিমৎ (ন আদিমৎ) পরং (নিরতিশয়ং) ব্রহ্ম; [তৎ বস্তু] ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে॥ ১২

অন্বয়ঃ।—তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরো-

স্থানে বাস ও সাধারণ লোকের সহবাসে অপ্রীতি; অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ (মোক্ষ) সম্বন্ধে আলোচনা —এই অমানিত্বাদি কুড়িটি বিষয় [জ্ঞানসাধক বলিয়া] জ্ঞানরূপে অভিহিত হইয়া থাকে; এবং যাহা এই গুলির বিপরীত তাহা অজ্ঞান বলিয়া গণনীয়॥ ৭-১১

অনুবাদ।—এক্ষণে মুমুক্ষুদিগের যাহা জ্ঞেয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি। যাহা জানিলে অমৃতত্বলাভ করা যায়; তাহা উৎপত্তিবিহীন, পরব্রহ্ম, তাহা সৎও নহে—অসৎও নহে [বিধি ও নিষেধ মুখে প্রমাণের অতীত]॥১২

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৪
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৫

মুখং, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (শ্রবণেন্দ্রিয়ৈঃ যুক্তং) [সৎ] লোকে (ব্রহ্মাণ্ডে) সর্ব্বম্ আবৃত্য (আচ্ছাদ্য) তিষ্ঠতি (বর্ত্ততে) ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং, সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং, অসক্তং (সত্ত্বাদিগুণরহিতং) চ, [অথচ] গুণভোক্তৃ (গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকং) চ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—তৎ (জ্ঞেয়ং বস্তু) ভূতানাং বহিশ্চ অন্তশ্চ

অনুবাদ।—সেই বস্তুটি সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র নেত্র মস্তক ও মুখ বিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট এবং ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন ॥ ১৩

অনুবাদ—তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিতে রূপাদি আকারে প্রকাশমান অথচ স্বয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত; নিঃসঙ্গ অথচ সর্ব্বপদার্থের আধারস্বরূপ; স্বয়ং নির্গুণ অথচ সত্ত্বাদিগুণের পালক ॥ ১৪

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৬

[বর্ত্ততে] অচরং (স্থাবরং) চরঞ্চ (জঙ্গমঞ্চ) এব; সূক্ষ্মত্বাৎ (রূপহীনত্বৎ) তৎ অবিজ্ঞেয়ং (ইয়ত্তয়া জ্ঞাতুমশক্যম্); [অবিদুষাঞ্চ] দূরস্থং, [বিদুষাং পুনঃ] অন্তিকে (সমীপে) [নিত্যসন্নিহিতম্] চ [বিরাজতে]॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—[তৎ জ্ঞেয়ং বস্তু] ভূতেষু চ [কারণাত্মনা] অবিভক্তং [কার্য্যাত্মনা] বিভক্তঞ্চ ইব স্থিতম্; [স্থিতিকালে] ভূতভর্ত্তৃ, (ভূতপোষকম্); [প্রলয়কালে] গ্রসিষ্ণু (গ্রসনশীলং); [সৃষ্টিকালে] প্রভবিষ্ণুচ (প্রভবনশীলম্)॥ ১৬

অনুবাদ।—সেই জ্ঞেয় বস্তুটি সর্ব্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে অবস্থিত আছেন, স্থাবর ও জঙ্গম তিনি; অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অতি অবিজ্ঞেয়, [অজ্ঞদিগের সম্বন্ধে) দূর হইতেও দূরে এবং [জ্ঞানীদিগের সম্বন্ধে] অতি নিকট হইতেও নিকটে বিরাজ করিতেছেন॥ ১৫

অনুবাদ।—তিনি সর্ব্বভূতে (কারণরূপে) অভিন্ন এবং (কার্য্যরূপে) ভিন্নভাবে প্রতীয়মান; তিনি (সৃষ্টিকালে) ভূত-সকলের উৎপাদক, (স্থিতিকালে) পালক ও (প্রলয়কালে) সংহারক॥ ১৬

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥১৭
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—তৎ জ্যোতিষাম্ (সূর্য্যাদীনাম্) অপি জ্যোতিঃ, [অতএব] তমসঃ [অজ্ঞানাৎ] পরম্ (তেন অসংস্পৃষ্টম্) উচ্যতে। [তদেব] জ্ঞানং (বুদ্ধিবৃত্তৌ রূপাদ্যাকারেণ অভিব্যক্তং) [তদেব] জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্যং) জ্ঞানগম্যঞ্চ (জ্ঞান-সাধনেন প্রাপ্যং চ), সর্ব্বস্য (প্রাণিজাতস্য) হৃদি বিষ্ঠিতং (নিয়ন্তৃতয়া অধিষ্ঠিতম্) ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—ইতি (এবং) ক্ষেত্রং (মহাভূতাদি-ধৃত্যন্তং), তথা জ্ঞানং (অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনমিত্যন্তং), জ্ঞেয়ঞ্চ (অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্ঠিতমিত্যন্তং), সমাসতঃ

অনুবাদ।—তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিঃ-স্বরূপ (অতএব) তিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত; তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য এবং সকলের হৃদয়ে নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৭

অনুবাদ।—এইরূপে তোমার নিকট ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয়

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥১৯
কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০

(সংক্ষেপেণ) উক্তম্। মদ্ভক্তঃ এতদ্‌বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় (ব্রহ্মত্বায়) উপপদ্যতে (যুজ্যতে) ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—প্রকৃতিং পুরুষঞ্চ, উভৌ এব, অনাদী বিদ্ধি; বিকারাংশ্চ (দেহেন্দ্রিয়াদীন্) গুণান্ (গুণপরিণামান্ সুখ-দুঃখমোহাদীন্) চ এব প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি (জানীহি) ॥১৯

অন্বয়ঃ।—কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে (কার্য্যং শরীরং, কারণানি ইন্দ্রিয়াণি, তেষাং কর্ত্তৃত্বে, তদাকার-পরিণামে), প্রকৃতিঃ

এই তিনটির বিষয় সংক্ষেপে কহিলাম; আমার ভক্ত ইহা-জানিয়া আমার ভাব (ব্রহ্মত্ব) প্রাপ্তির যোগ্য হন ॥ ১৮

অনুবাদ।—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি বলিয়া জানিবে। [দেহেন্দ্রিয়াদি] বিকার-সমূহ ও [সুখদুঃখাদি] গুণপরিণাম—এ গুলিকে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিবে ॥১৯

অনুবাদ।—কার্য্য (দেহ) ও কারণ (ইন্দ্রিয়গণ);

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১

হেতুঃ উচ্যতে, পুরুষঃ (জীবঃ) সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে (কথ্যতে) ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—হি (যতঃ) পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতি-কার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ), [অতঃ] প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতিসম্ভূতান্) গুণান্ (তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন্) ভুঙ্‌ক্তে; অস্য চ (পুরুষস্য) সদসদ্‌যোনিজন্মসু (দেব-মানব-তির্য্যগ-যোনি-জন্মসু) গুণসঙ্গঃ (গুণৈঃ শুভাশুভ-কর্ম্মকারিভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ) কারণম্ ॥ ২১

ইহাদের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে প্রকৃতিই হেতু, আর পুরুষ সুখদুঃখের ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধে হেতু বলিয়া অভিহিত হন ॥ ২০

অনুবাদ।—যেহেতু পুরুষ প্রকৃতি-কার্য্য এই দেহে তাদাত্ম্যরূপে অবস্থিত; এজন্য প্রকৃতিজাত গুণ সুখদুঃখাদি ভোগ করেন; পরন্তু পুরুষের সৎ (দেবাদি) অসৎ (পশ্বাদি) যোনিতে যে জন্ম হয়, তদ্‌বিষয়ে শুভাশুভ-কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গই কারণ ॥ ২১

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥২২
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥২৩

অন্বয়ঃ।—অস্মিন্ (প্রকৃতিকার্য্যে) দেহে [বর্ত্তমানঃ অপি] পুরুষঃ পরঃ (ভিন্নঃ); [যস্মাৎ] উপদ্রষ্টা)পৃথকগ্ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা), [তথা] অনুমন্তা (সন্নিধিমাত্রেণ অনুগ্রাহকঃ) চ, [ঐশ্বরেণ রূপেণ] ভর্ত্তা (বিধায়কঃ), ভোক্তা (পালকঃ), মহেশ্বরঃ (ব্রহ্মাদীনামপি পতিঃ), পরমাত্মা (অন্তর্য্যামী) চ ইতি অপি উক্তঃ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—যঃ এবং পুরুষং [তথা] গুণৈঃ (সুখদুঃখাদি-পরিণামৈঃ) সহ প্রকৃতিঞ্চ বেত্তি (বিজানাতি), সঃ সর্ব্বথা

অনুবাদ।—পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন; কারণ, তিনি উপদ্রষ্টা (সাক্ষী) অনুমন্তা (নিকটে থাকিয়া অনুগ্রাহক),[ঐশ্বরিক রূপে] ভর্ত্তা (ভরণ কর্ত্তা) ভোক্তা (পালক) মহেশ্বর অর্থাৎ সকলেরই ঈশ্বর এবং পরমাত্মা (অন্তর্য্যামী) বলিয়া অভিহিত॥ ২২

অনুবাদ।—যিনি, এইরূপে পুরুষকে এবং বিকারাদি

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥২৫

(বিধিমভিলঙ্ঘ্য) বর্ত্তমানঃ অপি ভূয়ঃ (পুনঃ) ন অভি-জায়তে [পরন্তু মুচ্যতে এব] ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি (দেহে এব) আত্মনা (মনসা) আত্মানং পশ্যন্তি ; অন্যে সাঙ্খ্যেন (প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচনেন) ; [অন্যেচ] যোগেন (অষ্টাঙ্গেন) ; অপরে চ কর্ম্মযোগেন (পশ্যন্তি) ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অন্যে তু এবং (সাঙ্খ্যযোগাদিমার্গেণ আত্মানং

গুণ সহিত প্রকৃতিকে অবগত আছেন, তিনি যে কোন অবস্থায় (বিধি লঙ্ঘন করিয়াও) বর্ত্তমান থাকিলেও পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না ॥ ২৩

অনুবাদ।—কেহ ধ্যান যোগে এই দেহেই মনদ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন,কেহ বা প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচন রূপ সাংখ্যযোগ দ্বারা এবং কেহ বা অষ্টাঙ্গ যোগ দ্বারা আর কেহ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন ॥ ২৪

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬

সাক্ষাৎ কর্ত্তুম্) অজানন্তঃ অন্যেভ্যঃ (আচার্য্যেভ্যঃ) [উপদেশতঃ] শ্রুত্বা উপাসতে (ধ্যায়ন্তি), তেঽপি-শ্রুতিপরায়ণাঃ (উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ) [সন্তঃ] মৃত্যুম্ (সংসারম্) অতিতরন্তি (অতিক্রামন্তি) এব ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—হে ভরতর্ষভ! যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং (যৎকিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং), সংজায়তে (উৎপদ্যতে) তৎ (সর্ব্বং) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ২৬

অনুবাদ।—কেহ কেহ বা এইরূপে ধ্যানাদি দ্বারা আত্মাকে দর্শন করিতে না জানায়, আচার্য্যের নিকট উপদেশ ক্রমে শুনিয়া উপাসনা করেন; তাঁহারাও আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ-পরায়ণ হইয়া মৃত্যু (সংসার) অতিক্রম করেন ॥ ২৫

অনুবাদ।—হে ভরতর্ষভ! জগতে যে কিছু স্থাবর জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হয়, সমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৬

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ২৭

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥২৮

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং (নির্ব্বিশেষস্বরূপেণ যথা তথা) তিষ্ঠন্তং (অবতিষ্ঠমানং) বিনশ্যৎসু (বিনাশশীলেষু) [অপি] অবিনশ্যন্তং পরমেশ্বরং (পরমাত্মানম্) যঃ পশ্যতি, সঃ [সম্যক্] পশ্যতি॥২৭

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বত্র সমং সমবস্থিতম্ ঈশ্বরং (পরমাত্মানং) পশ্যন্ আত্মনা [সচ্চিদানন্দরূপম্] আত্মানং ন হিনস্তি (ন তিরস্কৃত্য বিনাশয়তি) ততঃ পরাং (শ্রেষ্ঠাং) গতিং (মোক্ষং) যাতি (প্রাপ্নোতি)॥ ২৮

অনুবাদ।—যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত এবং বিনাশধর্ম্মশীল পদার্থ-সমূহে থাকিয়াও স্বয়ং অবিনাশী পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে দ্রষ্টা॥ ২৭

অনুবাদ।—সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তিনি আত্মা দ্বারা (আপন অবিদ্যা

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ ২৯
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—যশ্চ কর্ম্মাণি প্রকৃত্যা এব সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) ক্রিয়মাণানি, তথা আত্মানম্ অকর্ত্তারং (নিষ্ক্রিয়ং) পশ্যতি সঃ [সম্যক্] পশ্যতি॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবম্ (ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথক্‌ত্বম্) একস্থম্ (একস্যামেব ঈশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়কালে স্থিতম্) অনুপশ্যতি (আলোচয়তি)

দ্বারা) আত্মাকে বিনষ্ট করেন না; অর্থাৎ অবিদ্যা দ্বারা পরমাত্মাকে আচ্ছাদিত করেন না; এজন্য তিনি পরমা গতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন॥ ২৮

অনুবাদ।—প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; এবং আত্মা অকর্ত্তা; যিনি [জ্ঞানচক্ষু দ্বারা] এই তত্ত্ব আলোচনা করেন, তিনিই সম্যগ্‌দর্শী॥ ২৯

অনুবাদ।—যখন [আত্মদর্শী] ভূতগণের পৃথক্ পৃথক্

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি
ন লিপ্যতে ॥ ৩১

[সৃষ্টিকালে চ] তত এব (তস্যা এব প্রকৃত্যাঃ) [ভূতানাং] বিস্তারং [অনুপশ্যতি], তদা [সঃ অভেদদর্শী] ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মৈব ভবতি) ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ অয়ং পরমাত্মা অব্যয়ঃ (অবিকারী); [তস্মাৎ] শরীরস্থোঽপি (দেহে বর্ত্তমানোঽপি) ন করোতি, [কর্ম্মফলৈঃ] ন লিপ্যতে (সংসক্তো ভবতি) ॥ ৩১

ভাব একমাত্র আত্মার শক্তিরূপা প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং প্রকৃতি হইতেই [সৃষ্টিকালে] ভূত সকলের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৩০

অনুবাদ।—হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া এই পরমাত্মা অব্যয় (বিকারহীন); ইনি দেহস্থ হইয়াও কিছুই করেন না; সুতরাং কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না ॥ ৩১

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥৩২
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥৩৩

অন্বয়ঃ।—যথা সর্ব্বগতং (পঙ্কাদিষু অপি স্থিতং) আকাশং সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মত্বাৎ) [পঙ্কাদিভিঃ] ন উপলিপ্যতে, তথা সর্ব্বত্র (উত্তমে অধমে মধ্যমে বা) দেহে (কলেবরে) অবস্থিতঃ [অপি] আত্মা ন উপলিপ্যতে (দৈহিকৈঃ দোষগুণৈঃ ন যুজ্যতে)॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং (সমগ্রং) লোকং প্রকাশয়তি, তথা ক্ষেত্রী (আত্মা) কৃৎস্নং (সমগ্রং) ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি॥ ৩৩

অনুবাদ।—যেমন সর্ব্বব্যাপী আকাশ পঙ্কাদি সর্ব্ববিধ বস্তুতে থাকিয়াও, স্বয়ং অতি সূক্ষ্ম সুতরাং অসঙ্গ বলিয়া কোন বস্তুরই সহিত লিপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মা সর্ব্ববিধ দেহে থাকিয়াও নির্লিপ্ত॥ ৩২

অনুবাদ।—হে ভারত! যেমন একমাত্র সূর্য্য এই সমস্ত

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ।—এবং (উৎপ্রকারেণ) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ অন্তরং (ভেদং) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ (ভূতানাং প্রকৃতিঃ তস্যাঃ সকাশাৎ মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ) জ্ঞানচক্ষুষা যে বিদুঃ, তে পরং [পদং] যান্তি (লভন্তে) ॥ ৩৪

জগৎকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী (আত্মা) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করিয়া থাকেন ॥ ৩৩

অনুবাদ।—যাঁহারা এইরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য এবং ভূতগণের প্রকৃতি ও তাহা হইতে মোক্ষের উপায় জ্ঞান-চক্ষুদ্বারা জানেন, তাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪

ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥১
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥২

অন্বয়ঃ।—শ্রীভগবান্ উবাচ—জ্ঞানানাং (তপঃকর্ম্ম-বিষয়কাণাং) [মধ্যে] উত্তমং (শ্রেষ্ঠং) পরং (পরমাত্মনিষ্ঠং) জ্ঞানং (উপদেশং) ভূয়ঃ (পুনরপি) প্রবক্ষ্যামি; যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ ইতঃ (দেহবন্ধনাৎ) পরাং সিদ্ধিং (মোক্ষং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ)॥১

অন্বয়ঃ।—ইদং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য (জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায়)

অনুবাদ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন—তপস্যা ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান সমূহের মধ্যে যাহা উত্তম, তাহা পুনরায় তোমাকে বলিতেছি; যাহা জানিলে মুনিগণ দেহবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন॥১

অনুবাদ।—এই জ্ঞান-সাধন অবলম্বন করিয়া আমার

মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

মম সাধর্ম্ম্যম্ (মদ্রূপত্বম্) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ] সর্গেঽপি সৃষ্টিকালেঽপি ন উপজায়ন্তে (ন উৎপদ্যন্তে) প্রলয়ে (সৃষ্ট্যবসানে) চ ন ব্যথন্তি চ (প্রলয়-দুঃখং ন অনুভবন্তি; পুনর্নাবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ২

অন্বয়ঃ।—হে ভারত! মহদ্ব্রহ্ম (প্রকৃতিঃ) মম যোনিঃ (গর্ভাধানস্থানম্); অহং তস্মিন্ গর্ভং (জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং) দধামি (নিক্ষিপামি) ততঃ সর্ব্বভূতানাং সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ) ভবতি ॥ ৩

স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় সৃষ্টিকালে তাঁহারা উৎপন্ন হন না, প্রলয়কালেও প্রলয়-দুঃখ বোধ করেন না ॥ ২

অনুবাদ।—হে ভারত! মহদ্ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি আমার গর্ভাধানের স্থান! আমি তাহাতে (জগদ্বিস্তারের হেতুভূত চিদাভাস (অর্থাৎ অতিসূক্ষ্মজীবাত্মার বীজ-রূপ) গর্ভের আধান করি। তাহা হইতে ভূত সমুদয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু (মনুষ্যাদ্যাসু) যাঃ মূর্ত্তয়ঃ (স্থাবরজঙ্গমাত্মিকাঃ) সম্ভবন্তি (উৎপদ্যন্তে), মহদ্‌-ব্রহ্ম (প্রকৃতিঃ) তাসাং যোনিঃ (মাতৃস্থানীয়া), অহং বীজ-প্রদঃ (গর্ভাধানকর্ত্তা) পিতা ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—হে মহাবাহো! সত্ত্বং, রজঃ, তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ (প্রকৃতিজাতাঃ) গুণাঃ দেহে অব্যয়ং (নির্ব্বিকারং) দেহিনং (চিদংশং) নিবধ্নন্তি (সুখদুঃখ-মোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তি) ॥ ৫

অনুবাদ।—হে কৌন্তেয়! মনুষ্যাদি যোনিতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক যে শরীর উৎপন্ন হয়, প্রকৃতিই তৎসমুদয়ের মাতৃস্থানীয়া এবং আমি তাহাদের গর্ভাধান-কর্ত্তা পিতা ॥ ৪

অনুবাদ।—হে মহাবাহো! প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ নির্ব্বিকার দেহীকে দেহমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে ॥ ৫

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭

অন্বয়ঃ।—হে অনঘ! তত্র (তেষাং গুণানাং মধ্যে) নির্ম্মলত্বাৎ (স্বচ্ছত্বাৎ) প্রকাশকম্ (ভাস্বরম্), অনাময়ং (নিরুপদ্রবং, শান্তঞ্চ) সত্ত্বং সুখসঙ্গেন (সুখাসক্ত্যা) জ্ঞান-সঙ্গেন (জ্ঞানাসক্ত্যা) চ [দেহিনং] বধ্নাতি ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—হে কৌন্তেয়! রজঃ রাগাত্মকং (অনুরঞ্জন-রূপং) তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবং বিদ্ধি; তৎ (রজঃ) দেহিনং কর্ম্মসঙ্গেন (-কর্ম্মাসক্ত্যা) নিবধ্নাতি ॥ ৭

অনুবাদ।—হে অনঘ! এই তিনগুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, এজন্য উহা প্রকাশক ও উপদ্রব শূন্য; উহা জীবকে সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা নিবদ্ধ করিয়া রাখে ॥ ৬

অনুবাদ।—হে কৌন্তেয়! তৃষ্ণা ও আসঙ্গ (আসক্তি) হইতে জাত রজোগুণ অনুরঞ্জনাত্মক জানিবে; উহা জীবকে কর্ম্মাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে ॥ ৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্ ।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত ।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯

অন্বয়ঃ।—হে ভারত ! তমস্তু অজ্ঞানজং [অতঃ] সর্ব্ব-দেহিনাং মোহনং (ভ্রান্তিজনকং) বিদ্ধি (বিজানীহি) ; তৎ (তমঃ) প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (অনবধানেন অনুদ্যমেন অব-সাদেন চ) [দেহিনং] নিবধ্নাতি ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—হে ভারত ! [দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি] সত্ত্বং [দেহিনং] সুখে সঞ্জয়তি (সংশ্লেষয়তি) ; [সুখাদি-কারণে সত্যপি] রজঃ কর্ম্মণি [সঞ্জয়তি], তমস্তু [মহৎ-সঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি] জ্ঞানম্ আবৃত্য প্রমাদে সঞ্জয়তি, উত (আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ) ॥ ৯

অনুবাদ।—হে ভারত ! তমোগুণ অজ্ঞানজাত, এজন্য উহা সর্ব্বজীবের ভ্রান্তিজনক জানিবে ; উহা জীবকে প্রমাদ (অনবধানতা) আলস্য (অনুদ্যম) ও নিদ্রা (অবসাদ) দ্বারা আবদ্ধ করে ॥ ৮

অনুবাদ।—হে ভারত ! সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে, রজোগুণ

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥১০
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥১১

অন্বয়ঃ।—হে ভারত [জীবস্য অদৃষ্টবশাৎ] রজস্তমশ্চ অভিভূয় (তিরস্কৃত্য) সত্ত্বং ভবতি (উদ্ভবতি), সত্ত্বং তমশ্চৈব [অভিভূয়] রজঃ [উদ্ভবতি] ; তথা সত্ত্বং রজশ্চ [অভিভূয়] তমঃ উদ্ভবতি ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—যদা অস্মিন্ [আত্মনো ভোগায়তনে] দেহে

কর্ম্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া, প্রমাদে সংযুক্ত করিয়া রাখে ; আর আলস্য প্রভৃতিতেও সংযুক্ত করে ॥ ৯

অনুবাদ।—হে ভারত! [জীবের অদৃষ্টক্রমে] কখন রজোগুণ ও তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া সত্ত্বগুণ প্রাদুর্ভূত হয় ; কখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে অতিক্রম করিয়া রজোগুণ প্রকাশিত হয় ; আর কখনও বা সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ প্রকাশ লাভ করে ॥ ১০

অনুবাদ।—যখন এই দেহের শ্রোত্রাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়